Available online at http://www.ijims.com
ISSN: 2348 – 0343

Gandharba Marriage Manner

গান্ধর্ব বিবাহ রীতি

Anindya Chaudhury
R.C.A Magurpur High School , Dist.- Dakshin Dinajpur ,W.B., India

Abstract

In Hinduism, there are eight types of marriage manner. Gandharba manner is one among them. AcharjyaVatsyayan mentioned three rules of Gandharba Marriage in his great treatise Kamasutra. Firstly, Hero sends Dhatryeka to Heroine. Dhatryeka explain good qualities of Hero and creates attraction of Heroine towards Hero. After that, Dhatryeka brings holy fire from holy chamber and Hero- Heroine circumambulate three times to the holy fire. Secondly, Hero blames on Heroine as she is non-pure due to migration. After that the Hero marriages Heroine by help of another housewife and follows aforesaid manner.Thirdly, Hero sends a same aged prostitute to Heroine as ambassador. She creates a soft corner for Hero in the Heroine's heart. Then they became married as regular manner.

Key words: Gandharba, Marraige

Article

গর্ভাধানাদি ষোল প্রকার সংস্কারের মধ্যে বিবাহ হল অন্যতম প্রধান সংস্কার। বিবাহের ধারণাকে স্পস্ট করার নিমিত্তে শাস্ত্রে নানাপ্রকার শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন – উদ্বাহ(কন্যাকে তার পিত্রালয় থেকে নিয়ে আসা), পরিণয়(অগ্নি প্রদক্ষিনের মাধ্যমে গ্রহণ), পানিগ্রহণ(কন্যার হস্তগ্রহণ), বিবাহ(কন্যাকে বিশেষ উদ্দেশ্যে আনয়ন করা), এবং উপযম(কন্যাকে খুব কাছে এনে নিজের করে নেওয়া)। বর ও কন্যার দ্বারা অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করে বিবাহ করা হলে, সেই বিবাহ আর নিবর্তিত হয় না। নিবর্তিত হয় না – এর অথ হল সেই বিবাহিতা কন্যাকে অপর কোন ব্যক্তির সঙ্গে পুনরায় বিবাহ প্রদান করা যায় না। উক্ত প্রকারেই আর্যাচার বিহিত হয়েছে।

গৃহ্যসূত্র, ধর্মসূত্র আদি সময় থেকেই অর্থাৎ অতি প্রাচীন কাল থেকেই হিন্দুসমাজে আট রকম বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে। হিন্দুসমাজে প্রচলিত আট প্রকার বিবাহ প্রথা হল- ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, আর্য, দৈব, গান্ধর্ব, আসুর, রাক্ষস ও পিশাচ বা পৈশাচিক। ব্রাহ্মবিবাহে কন্যার পিতা শ্রুতশীলবান বরকে আহ্বান করে সুসজ্জিতা কন্যাকে দান করেন। প্রাজাপত্য বিবাহে কন্যার পিতা বর-কনেকে 'তোমরা উভয়ে মিলিত হয়ে ধর্মাচরণ কর'- এইরূপ কথা বলে মধুপর্কাদির দ্বারা অর্চিত বরের হাতে কন্যাকে সমপন বা দান করেন। আর্য বিবাহ অনুসারে গোযুগল নিয়ে কন্যার বিবাহ দেওয়া হয়। দৈব বিবাহ অনুসারে যঞ্জরত পুরোহিতের সঙ্গে কন্যাকে বিবাহ দেওয়া হয়। গান্ধর্ব বিবাহে পিতামাতা অথবা গুরুজনের সন্মতি ব্যতীতই বর ও কনে একে অপরকে পছন্দ করে বিবাহ করে। আসুর বিবাহে সাধ্যানুসারে কন্যার পিতাকে তথা অভিভাবককে এবং কন্যাকে অর্থ প্রদান করে পিতার ইচ্ছাক্রমে কন্যাকে বিবাহ করা হয়ে থাকে। রাক্ষস বিবাহে কন্যাকে বল পূর্বক অপহরণ করে বিবাহ করা হয়। পিশাচ বা পৈশাচিক বিবাহে নিদ্রিতা কন্যার সঙ্গে বর যৌন সম্ভগ করে[১]।

হিন্দুসমাজে প্রচলিত এই অষ্টবিধ বিবাহের ন্যায় সাঁওতাল সমাজেও অষ্টবিধ বিবাহ পরিলক্ষিত হয়। তবে হিন্দুসমাজের আট প্রকার বিবাহের সঙ্গে সাঁওতালদের আট প্রকার বিবাহের যেমন সাদৃশ্য আছে তেমনই আবার

বৈসাদৃশ্যও আছে। হিন্দুসমাজের উক্ত আট প্রকার বিবাহের মধ্যে প্রথম চারপ্রকার বিবাহ – বিধি ধর্মানুগ ও কুলীন। গান্ধর্ব, আসুর রাক্ষস, পৈশাচিক এই চার প্রকার বিবাহ বোধ হয় প্রাক্ বৈদিক আদিবাসী সমাজ থেকেই আর্যরা গ্রহণ করছে[২]। কেননা আজ পর্যন্তও আদিবাসী সমাজে এই চার প্রকার বিবাহ-রীতির প্রচলন বর্তমান। সাঁওতাল বা আদিবাসীদের দ্বারা উচ্চারিত 'বাপলা' শব্দটির অর্থ হল বিবাহ। সাঁওতালদের মধ্যে প্রচলিত 'ঞিরবল বাপলা' ও 'অর আদের বাপলা' বিবাহ-রীতির সঙ্গে হিন্দুসমাজে প্রচলিত গান্ধর্ব বিবাহ- রীতির সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। 'ঞিরবল বাপলা' বিবাহ পদ্ধতি আনুসারে ছেলে ও মেয়ে উভয়ের মধ্যে ভালবাসা জন্মায়। বাড়ীর লোকের অমত সত্ত্বেও মেয়ে পতিগৃহে জোর পূর্বক প্রবেশ করে। 'অর আদের বাপলা' বিবাহ পদ্ধতি আনুসারে ছেলে ও মেয়ে একে অপরের প্রতি অনুরক্ত হয়। মেয়ের বাড়ীর অমত সত্ত্বেও ছেলের বন্ধুরা মেয়েকে বরের বাড়ীতে রেখে যায়। পরবর্তীতে গ্রামের মানুষের সহায়তায় তাদের বিবাহ সাঁওতাল সমাজে স্বীকৃতি লাভ করে।

প্রাক্ বৈদিক অনার্য তথা আদিবাসী সমাজ থেকে যে গান্ধর্ব বিবাহ-রীতির গ্রহণ আর্যরা করেছিল, সেই গান্ধর্ব বিবাহ বর্তমান সমাজে নানা ধর্ম অবলম্বী মানুষের মধ্যে বহুল ভাবে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। আবার বর্তমান সমাজে অনেক ছেলে মেয়ে একে অপরের প্রতি অনুরক্ত হওয়া সত্ত্বেও গান্ধর্ব বিবাহ রীতির অনুসরণ না করে অত্যন্ত চতুরতার দ্বারা ছেলে মেয়ের সঙ্গে ধর্মানুগ ও কুলীন প্রাজাপত্য বিবাহ করে থাকে। অমত সত্ত্বেও পুত্র কিংবা কন্যার মঙ্গলকামনায় মাতা পিতা সন্তানের প্রাজাপত্য বিবাহে মত প্রদান করেন। অবশ্য এ ক্ষেত্রে প্রণয়াসক্ত ছেলে মেয়ের প্রাজাপত্য বিবাহে মতপ্রদান মাতা পিতার উদার চিত্তের-ই পরিচায়ক।

গান্ধর্ব বিবাহ বিধি কী? কী কী প্রকারে তা সংঘটিত হয়ে থাকে, তা বাৎসায়নাচার্যের 'কামসূত্র' গ্রন্থের 'কন্যাসম্প্রযুক্তকাধিকরণে'র পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। উক্ত অধিকরণের প্রারম্ভেই কামসূত্রকার বলেছেন – "প্রাচুর্য্যেণ কন্যায়া বিবিক্তদর্শনস্যালাভে ধাত্রেয়িকাং প্রিয়হিতাভ্যামূপগুহ্যোপসর্পেৎ"[৩] । নায়ক নায়িকার প্রতি অত্যন্ত প্রণয়াসক্ত হলে সেই দর্শন অলভ্যা নায়িকার কাছে দূতের ন্যায় ধাত্রেয়িকাকে পাঠাবেন। সেই ধাত্রেয়িকা নায়কপক্ষই অবলম্বন করবে। সে নায়কের নানাবিধ গুণ বর্ণনা করে নায়িকাকে অনুরঞ্জিত করবে। নায়কের যে সকল গুণ অত্যন্ত রুচিকর সেই গুণগুলিকে ধাত্রেয়িকা বারবার করে বলতে থাকবে। অবশ্যই নায়কের দোষগুলি নায়িকার সামনে বর্ণিত হবে না। নিজবুদ্ধিতে যে মেয়েরা ভর্ত্তা বা স্বামীকে লাভ করেছে অর্থাৎ গান্ধর্ব মতে বিবাহ করেছে, তারা বিবাহ পরবর্ত্তীকালে গুরুজনগণের দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল, যেমন শকুন্তলা ও রাজা দুষ্মন্তের বিবাহ। এছাড়াও ধাত্রেয়িকা নায়িকাকে নায়কের অনুকূলে আনার জন্য এও বলবে যে – অনেক ক্ষেত্রে মাতা পিতা কন্যাকে মহাকুলে দান করেন; কিন্তু সপত্নীগণ অত্যন্ত পীড়া প্রদান করে থাকে, এমনকি স্বামীও পরিত্যাগ পর্যন্ত করে থাকেন, এর উদাহরণ যথেষ্ট পরিমানে দেখতে পাওয়া যায়। যদিও বর্ত্তমানে সমাজে একই পুরুষের দ্বারা বহুবিবাহ তেমন দেখা যায় না। কিন্তু মাতাপিতার দ্বারা ভালো প্রিবারে মেয়ে দান করা সত্ত্বেও নানান জটীলতার কারণে স্বামী পত্নীকে পরিত্যাগ করে থাকে। এ ক্ষেত্রে ধাত্রেয়ীকা নায়িকাকে প্রণয়ের দ্বারা পরিণীতা হওয়ার পরিণাম বর্ণনার্থে বলবে – "সুখমনুপহতমেকচারিতায়াং নায়িকানুরাগং চ"[৪]। দ্যূতীর মত আচরণকারিণী ধাত্রেয়িকা যদি বোঝেন যে নায়িকার মনে নায়কের প্রতি অনুরাগ উৎপন্ন হয়েছে তবে সে নায়িকাকে এই রূপ বলবে যে – ' নায়ক তোমাকে স্বয়ং গ্রহণ করবে'। অনুরক্তা নায়িকার দ্বারা নায়ক স্বীকৃত হলে, নায়ক কোন একটি নিভৃত স্থানে তাকে (নায়িকাকে) নিয়ে গিয়ে কোন শ্রোত্রিয়ের গৃহ থেকে

সংস্কৃত অগ্নি এনে কুশ পেতে স্বগৃহ্যোক্ত বিধানানুসারে হোম করে অগ্নিকে তিনবার প্রদক্ষিন করবে। নায়িকাও নায়কের সঙ্গে তিনবার অগ্নিকে পরিভ্রমণ করতে হবে। একে অপরের প্রতি অনুরক্ত হয়ে অগ্নিকে সাক্ষি করে বিবাহ করলে সেই কন্যার আর অন্যত্র বিবাহ দেওয়া যায় না। "অগ্নিসাক্ষিকা হি বিবাহ ন নিবর্ত্তন্ত ইত্যাচার্য্যসময়ঃ"[৫]। ধর্মবিবাহের ক্ষেত্রে অগ্নিসন্নিধান অবশ্য কর্তব্য। তারপর ধীরে ধীরে সদ্য বিবাহিত দম্পতী তারা তাদের মাতাও পিতাকে জানাবে।

দ্বিতীয় কল্পের বর্ণনার্থে বাৎসায়নাচার্য বলেছেন যে গান্ধর্ব বিবাহের জন্য প্রারম্ভেই নায়ক ও নায়িকার মধ্যে অনুরাগের প্রয়োজন। একে অপরের প্রতি অনুরাগের কারণে নায়ক নায়িকাকে অভিগমন দোষের দ্বারা দূষিত করে ধীরে ধীরে স্বজনবর্গের নিকট প্রকাশ করবে। এইরূপ অভিগমন দোষে দুষ্ট নায়িকা তার বন্ধুগণের দোষ দূর করার জন্য এবং দণ্ডভয়ের জন্য নায়কই তার একমাত্র স্মরণ্য ইত্যাকারক ভাবনার দ্বারা ভাবায়িত হয়ে যোগাযোগ করবে। তারপর প্রীতিপূর্বক উপহার প্রদানাদির দ্বারা নায়িকার বান্ধবদের প্রীত করবে নায়ক।

স্বয়ং পাণিগ্রহণে নায়িকা অনিচ্ছুক হলে নায়কের পূর্ব থেকেই যে কুলস্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক ভালো এমন কুলস্ত্রীকে নায়িকার কাছে প্রেরণ করবে। এই কার্যের জন্য সেই কুলস্ত্রীকে নানা প্রকার দ্রব্য দ্বারা প্রীত করতে হবে। সেই কুলস্ত্রী সুকৌশলে নায়িকাকে একটি নিভৃত স্থানে নিয়ে আসবে। তারপর কোন শ্রোত্রিয়ের গৃহে থেকে অগ্নি এনে পূর্বের ন্যায় বিবাহ (গান্ধর্ব বিবাহ) সম্পন্ন করবে।

তৃতীয় কল্পের বর্ণনাও করেছেন কামসূত্রকার। নায়িকাকে গান্ধর্ব বিবাহ করার জন্য নায়ক তার সমান বয়স সম্পন্না কোন গণিকার সাহায্য গ্রহণ করবে। নায়কের দ্বারা প্রেষিত দূতরূপী সেই গণিকা নায়িকার মাতার সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে সুসম্পর্ক রাখবে। নায়িকার মাতার মনের অভিপ্রায় জেনে বিবিধ প্রিয়কর উপহার দ্রব্য প্রদান করে নায়িকার মাতাকে অনুরঞ্জিত করবে সেই গণিকা। দূতকার্যে নিযুক্তা গণিকা বা বেশ্যা ধীরে ধীরে নায়িকার মাতার সামনে নায়কের অভিপ্রায় ব্যক্ত করবেন। পরবর্ত্তীতে দূতরূপী গণিকা অন্যকার্যের ছলে নায়িকাকে গৃহ থেকে অন্যত্র নিয়ে আসবে এবং সেই স্থলে উপস্থিত নায়ক কোন শ্রোত্রিয়ের গৃহে থেকে অগ্নি এনে পূর্বের ন্যায় বিবাহ (গান্ধর্ব বিবাহ) সম্পন্ন করবে।

বাৎসায়নাচার্যের মতে নায়ক নায়িকার মধ্যে অনুরাগ উৎপন্ন হওয়ার জন্য প্রিয়োপগ্রহ, সাম এবং দান প্রভৃতির প্রয়োজন হয়। প্রিয়োপগ্রহ হল – যে বস্তু যার প্রিয়, সেই বস্তু সংগ্রহ করে তাকে দেওয়া। সাম হল এক নীতিবিশেষ, যে নীতির দ্বারা মনোমালিন্য বিবাদাদির নিষ্পত্তি হয়ে থাকে। দান রূপ নীতির মাধ্যমে অর্থাদির দ্বারা বিবাদ ইত্যাদি ভঞ্জন করা। বর্তমান সমাজে ছেলে ও মেয়ের মধ্যে অনুরাগ উৎপন্ন হওয়া থেকে গান্ধর্ব বিবাহ পর্যন্ত নানাবিধ কার্যকলাপ বাৎসায়নাচার্যের উক্ত মতের সঙ্গে সাদৃশ্য বজায় রাখে। আবার কিছু কিছু মত বর্তমান সমাজের ছেলে ও মেয়ে উভয়েই মানে না, যেমন গান্ধর্ব বিবাহের ক্ষেত্রে কোন শ্রোত্রিয়ের গৃহে থেকে সংস্কৃত অগ্নি আনয়ন করে না এবং সেই অগ্নিকে প্রদক্ষিণও করে না। বর কোন মন্দিরে কন্যাকে নিয়ে গিয়ে তার মাথায় সিঁদুর দান করে এবং গলায় পুষ্পমালা প্রদান করে মাত্র। আবার নায়িকা বা কন্যাকে অনুরক্ত করার জন্য বর্তমান সমাজে বান্ধবদের সহায়তা গ্রহণ করলেও কখনই বেশ্যাদের সহায়তা গ্রহণ করে না। তবে প্রাক্ বৈদিক যুগ থেকে চলে আসা এই গান্ধর্ব বিবাহ বর্তমান সমাজে ব্যাপক আকার ধারণ করেছে, যদিও এক অপরের প্রতি অনুরক্ত ছেলে মেয়ে অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে গান্ধর্ব বিবাহকে প্রাজাপত্য বিবাহে পরিণত করে। অর্থাৎ গান্ধর্ব বিবাহ না করে স্ব স্ব মাতা পিতাকে মানিয়ে নিয়ে প্রাজাপত্য

বিবাহ করে থাকে। অতীত ও বর্তমানের ন্যায় ভবিষ্যতেও যে গান্ধর্ব বিবাহ থাকবে এবং এর ব্যপকতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে সে বিষয়ে কোন সন্ধেহ নেই।

তথ্যসূত্র ঃ

১। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা -৩৫৯-৩৬২

২। "হিন্দু সমাজের বিবাহ ও সাঁওতাল সমাজের বিবাহ ঃ একটি অধ্যয়ন" , ভাস্কর জ্যোতি ঘোষাল, Journal of the Department of Sanskrit, The University of Burdwan Vols. VI &VII,2010, পৃ ৫৩

৩। কামসূত্র- ২/৫/১

৪। কামসূত্র – ২/৫/২

৫। কামসূত্র – ২/৫/৩